হাইকোর্টে কমিশন-রাজ্য ঠেলাঠেলি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যে পুরভোট করানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, ভোট পিছোনোর ব্যাপারে তা দেখা গেল না। ২২ জানুয়ারি চারটি পুরসভার ভোট হওয়ার কথা। এই পুরভোট পিছোনোর ক্ষমতা কার, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে সারাদিন ধরে একে অপরের কোর্টে বল ঠেলাঠেলি চলল।

রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীরা কেউই এই ব্যাপারে একমত হলেন না। দু'পক্ষেরই ব্যাখ্যা তাদের হাতে ভোট পিছোনোর ক্ষমতা নেই। কে ঠিক কথা বলছে, তা জানতে শেষে প্রধান বিচারপতি নিজেই প্রশ্ন করেন, 'কে ভোট বন্ধ করতে পারে? নাকি দুজনের মতামত নিয়ে এটা বন্ধ হয়, সেটা স্পষ্ট করুন।' দিনভর উভয়পক্ষের আইনজীবীর চাপানউতোরের পর বিরক্ত প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব মন্তব্য করেন, 'আইন তৈরির প্রায় ২৭ বছর পরেও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে কেউ স্পষ্ট নয়। একে অপরের দিকে আঙুল তুলছে। এটা কীভাবে সম্ভব?' এদিন এই বিষয়ে রায়দান স্থগিত রেখেছেন প্রধান বিচারপতি।

এদিন শুনানির শুরুতেই রাজ্য সরকারের তরফে আদালতকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৯৮ শতাংশ মানুষ প্রথম ডোজ এবং ৭২ শতাংশ মানুষ টিকার দুটি ডোজই নিয়েছেন। মামলাকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলি প্রচুর মানুষ নিয়ে প্রচার করছে। যতই ভ্যাকসিন নেওয়া থাকুক, এত লোক জড়ো হলে করোনা বাড়বেই। এই পরিস্থিতিতে কমিশন নিজে যদি ভোট বন্ধ না করে তাহলে আদালতের উচিত ভোট বন্ধ করা।' বিজেপির তরফে পিংকি আনন্দ বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমরাও এক মাসের জন্য ভোট পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।'

প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই পরিস্থিতিতে কী ভাবছে?' জবাবে কমিশনের তরফে আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র বলেন, 'রাজ্য সরকার ভোটের দিন ঠিক করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে।' রাজ্য সরকারের আইনজীবী সম্রাট সেন বলেন, 'রাজ্য সরকার কমিশনকে তাদের মতামত জানানোর পর কমিশন প্রাথমিকভাবে ভোটের দিন ঘোষণা করেছে। এবার যদি ভোট পিছোতে হয়, তাহলে কমিশন তাদের আইন প্রয়োগ করে সেটা করতে পারে।' প্রধান বিচারপতি তখন বলেন, 'কমিশন তো বলছে, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে এটা করা যায় না। তাহলে কে সঠিক বলছেন? রাজ্যের আইনজীবী সাফ জানান, 'এই মুহূর্তে ভোট পিছোতে একা কমিশনই পারে।'

যে চারটি পুর এলাকায় ভোট হওয়ার কথা, সেখানকার পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে আদালতে জানিয়ে সরকারের আইনজীবী বলেন, 'আসানসোলে ১৬.০৪ শতাংশ সংক্রমণ হয়েছে। সেখানে প্রথম ডোজ নিয়েছেন ৯৮ শতাংশ, দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ৯৫ শতাংশ। চন্দননগরে সংক্রমণের হার ৯ শতাংশ, বিধাননগরের ১০০ শতাংশ বাসিন্দা দুটি ডোজ নিয়েছেন, শিলিগুড়িতে ১০০ শতাংশ মানুষ প্রথম ডোজ ও ৯২ শতাংশ দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। সেখানে সংক্রমণের হার ১৯.০৫ শতাংশ। এরপর কমিশন এই নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই হবে।' প্রধান বিচারপতি তারপরেও এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের মত জানতে চান। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে কমিশনের মতপার্থক্য থেকে যায়।

কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'নির্বাচন বন্ধ করার দায়িত্ব কমিশনের নয়।' প্রধান বিচারপতি এবার জানতে চান কে ভোট বন্ধ করতে পারে। কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর যদি ভোট বন্ধ করার কথা বলে, তাহলে কমিশন ভোট বন্ধ করতে পারে।' কমিশনের বক্তব্য, সংবিধানের ২৪৩ জেড ধারায় কমিশনকে ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হলেও ভোট পিছোনোর দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবে কমিশন এদিন আদালতে জানিয়েছে, তারা ভোট করতে প্রস্তুত। রাজ্যে রিজার্ভ মিলিয়ে ১২,৪০০ ভোটকর্মী রয়েছেন। এই কর্মীদের প্রত্যেকেই টিকার দুটি ডোজ নিয়েছেন।

পরে মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'বোঝাই যাচ্ছে, এই রাজ্যে কোনও সংস্থাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। তাই নির্বাচন কমিশনও তাদের সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত।' রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দখলদারির রাজনীতি কায়েম করার চেষ্টা চলছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার কার্যত নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছে। নির্বাচন কমিশন কার্যত রাজ্য সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিতে চাইছে।'

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিরোধীদের দাবি মানেননি। বলেন, 'আমি তো দেখছি আমাদের প্রার্থীরা তিনজন-চারজন নিয়ে প্রচারে যাচ্ছেন। বিধি মেনে প্রচার হচ্ছে। তাহলে ভোট করতে অসুবিধা কোথায়? বিরোধীরা এখন যদি বিধি ভাঙার চেষ্টা করে, তাহলে কমিশন তা দেখবে।'

বিরক্ত প্রধান বিচারপতি

> কে ভোট বন্ধ করতে পারে?
> নাকি দুজনের মতামত নিয়ে এটা
> বন্ধ হয়, সেটা স্পষ্ট করুন।
>
> আইন তৈরির প্রায় ২৭ বছর পরেও নিজেদের
> অবস্থান সম্পর্কে কেউ স্পষ্ট নয়। একে অপরের
> দিকে আঙুল তুলছে। এটা কীভাবে সম্ভব?

ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, বাড়ল পজিটিভিটি রেটও

মৃত্যুর সংখ্যাতেও উদ্বেগ বাড়ছে বঙ্গে

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যে আবারও বাড়ল পজিটিভিটির হার। মঙ্গলবার পজিটিভিটির হার ছিল ৩২.৩৫ শতাংশ। বুধবার তা নেমে এসেছিল ৩০.৮৬ শতাংশে। বৃহস্পতিবার তা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ৩২.১৩ শতাংশ। এদিন নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা সামান্য বাড়িয়ে ৭৩,০৪৩ করা হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণও কিছুটা বেড়েছে।

বুধবার ২২,১৫৫ জন সংক্রামিত হয়েছিলেন। এদিন ২৩,৪৬৭ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, মৃত্যু সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এদিন রাজ্যে করোনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে কলকাতা ও তার আশপাশের জেলাগুলিতে। এদিন কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও হাওড়া জেলায় ৪ জন করে মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের।

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গতি লাগামছাড়া হতেই কলকাতা শহরে নৈশ বিধিনিষেধ কড়াভাবে কার্যকর করতে মাঠে নেমেছে পুলিশ। নতুন করে নৈশ বিধিনিষেধ চালু হওয়ার পর থেকে বুধবার পর্যন্ত বিধিভঙ্গের জেরে কলকাতা পুলিশ ৮ হাজারের বেশি মামলা রুজু করেছে। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু গত ৪ দিনেই প্রায় ৩ হাজার মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার রাতে ৭৭৯টি, সোমবার রাতে ৭৪৬টি, মঙ্গলবার রাতে ৬৩৭টি ও বুধবার রাতে ৬৮১টি মামলা রুজু করা হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, নাইট কার্ফিউ উড়িয়ে অনেকেই বেশি রাতে বাইক অথবা গাড়ি নিয়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন। অনেকেই ফুল ভলিউমে গান চালিয়ে রাতের শহরে গতির ঝড় তুলছেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর অনেকেই অফিস থেকে বেরোতে দেরি হওয়া বা অন্যান্য অজুহাত দেখাচ্ছেন। ট্রাফিক পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'পার্ক সার্কাস, সায়েন্স সিটি, উলটোডাঙা, রুবি, গড়িয়াহাট, রাসবিহারী মোড় ও পার্ক স্ট্রিট সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নাকা তল্লাশি চলছে। প্রতিটি থানা ও ট্রাফিক গার্ডকে রাতে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া ওইসময়ে রাস্তায় বেরোলে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল জীবনদায়ী ওষুধ রেমডেসিভির। কিন্তু এখন কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রেমডেসিভিরের ৮৫০টি ভায়ালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মূল্যবান এই ওষুধের প্রতিটি ভায়ালের দাম ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। এর মেয়াদ ৬ মাস।

সাম্প্রতিক সময়ে করোনার দাপট কমে আসায় এই ওষুধের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। ফলে পড়ে থেকেই ২৫ লক্ষ টাকার ওষুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, কলকাতার বাকি হাসপাতালগুলিতেও বহু টাকার রেমডেসিভির পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিপজ্জনক কলকাতা

- বৃহস্পতিবার পজিটিভিটি রেট ৩২.১৩ শতাংশ
- সংক্রামিত হয়েছেন ২৩,৪৬৭ জন
- মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের
- কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের

কালীঘাট মন্দিরে পুণ্যার্থীর ঢল, আতঙ্কে স্থানীয়রা

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তিতে সাগরস্নানের পুণ্য অর্জনই মূল লক্ষ্য। কিন্তু সাগর যাওয়ার পথে অন্যতম শক্তিপীঠ কালীঘাট মন্দিরে মায়ের দর্শনে পুণ্যার্জনের সুযোগও ছাড়তে চান না অনেকেই। তাই সাগর যাওয়ার পথে ভিনরাজ্যের বহু পুণ্যার্থীবোঝাই বাস ও গাড়ি ভিড় জমাচ্ছে কালীঘাট মন্দিরের আশপাশে।

কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী মায়ের দর্শনে আসছেন, আর এটাই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্দির এলাকার বাসিন্দাদের। কালীঘাট মন্দিরে সেবাইত সমিতির কার্যকরী কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুণ্যার্থীদের অধিকাংশই করোনাবিধি মানার ব্যাপারে একেবারেই অভ্যস্ত নন। এমনকি পুলিশকর্মীরাও তাঁদের করোনাবিধি মানতে বাধ্য করতে পারছেন না।'

বুধবারই গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলা কমিটির কর্তাদের অনুরোধ করেছেন, যাতে তাঁরা বেশি লোককে সাগরদ্বীপে না পাঠান। কিন্তু তাঁর নিজস্ব এলাকা কালীঘাটের অবস্থাই ভয়াবহ। এইজন্যই মন্দির এলাকার বাসিন্দাদের আর্জি, কালীঘাটে পুণ্যার্থীদের প্রবেশে লাগাম টানা হোক।

সংক্রান্তির ঠিক আগে বিভিন্ন মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগরে। ছবি : এএফপি এবং কৌশিক দত্ত

মায়ের মৃত্যুশোকে আত্মঘাতী দুই ছেলে

আসানসোল, ১৩ জানুয়ারি : মায়ের মৃত্যুর শোক সামলাতে না পেরে তিন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। তাঁদের মধ্যে দুই ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আসানসোল জেলা হাসপাতালে বোনের চিকিৎসা চলছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বার্নপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বার্নপুরের স্টেশন রোডে আইএসপি ইস্কো কারখানার কে টাইপ আবাসনে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে তিন ছেলেমেয়ে থাকতেন। পুলিশ জানিয়েছে, সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, তিন ভাইবোন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর কারণ হিসাবে তাঁরা দায়ী করেছেন মায়ের মৃত্যুকে। মায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা আর নিজেদের জীবন রাখতে চান না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

অসুস্থ নারায়ণ দেবনাথ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ফের অসুস্থ হয়েছেন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ। বর্তমানে এই বর্ষীয়ান কার্টুনিস্ট মিন্টো পার্কের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আইসিইউতে রয়েছেন ৯৮ বছরের শিল্পী। তাঁকে রক্ত দিতে হচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা রয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাওড়ার শিবপুরের বাড়ি থেকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়। ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা।

ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে আক্রমণ বিরোধীদের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। খেলা-মেলা-ভোটের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে করোনা মোকাবিলায় নামলে যে সাফল্য আসতে সময় লাগে না, তা দেখাতে চান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর সাফল্যকে বিরোধীরা সামগ্রিকভাবে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা হিসাবে দেখছেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার কী হাল? প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বহু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী করোনা সংক্রামিত। সেখানে কতজনের পরীক্ষা হচ্ছে? পরীক্ষার ফলাফলই বা কী? রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে চোখ সরাতে ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে প্রচার হচ্ছে।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শুধুমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্রে যদি ৫৩ হাজার টেস্ট হয়, তাহলে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে ২২ লক্ষ টেস্ট হওয়ার কথা। কেন তা হল না? বলা হচ্ছে, ডায়মন্ড হারবার মডেলে সাফল্য এসেছে। তর্কের খাতিরে তা যদি সত্যি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কি ভাইপো মডেল পাস, পিসি মডেল ফেল? তাহলে কি কলকাতা মডেল ব্যর্থ? মেয়র ব্যর্থ?'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর আমলে এক জায়গায় ৫৩ হাজার টেস্ট হচ্ছে, আর এক জায়গায় ৫,৩০০ টেস্ট হচ্ছে। এরকম দ্বিচারিতার কারণ কী? এটা কি রাজ্যে কোনও সরকার চলছে?'

দলের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ও ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ সর্বক্ষণের পদ। ওই পদে থেকে ব্যক্তিগত মন্তব্য করা যায় না। আমারও অনেক সময় অনেক ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকে। কিন্তু দলের শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে আমি মন্তব্য করি না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিরোধী।'

দূষণের জের? গঙ্গাসাগর মেলার পাশে সৈকতে পড়ে রয়েছে অতিকায় কচ্ছপ। –সংবাদচিত্র

শর্তসাপেক্ষে স্নানে অনুমতি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : শর্তসাপেক্ষে দিঘা, শংকরপুর ও তাজপুরে মকরস্নানের অনুমতি দিল জেলা প্রশাসন। বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দিঘা মোহনা, শংকরপুরে গঙ্গোৎসব আয়োজনের অনুমতি দিলেও করোনার কারণে পরে তা বাতিল করেছে প্রশাসন। বিধি মেনে পুজো করার অনুমতি অবশ্য দেওয়া হয়েছে। করোনার ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের সময় সমুদ্রে মকরস্নান হবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার এবিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, মকরস্নান নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে বেশকিছু বিধিনিষেধ থাকছে।

মকর পরবে পিঁপড়ে ৫০০ টাকা কেজি

বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি : বুনো পিঁপড়ে খেয়েছেন কখনও? সুযোগ হলে খেয়ে দেখবেন, এর স্বাদ অপূর্ব। বিশেষ করে মকর পরবে বুনো পিঁপড়ের চাহিদা তুঙ্গে থাকে।

এদিন সাতসকালে বারিকুলের বারুডি গ্রামের মালতী কিসকু মাত্র ১ কেজি পিঁপড়ে এনেছিলেন খাতড়া বাজারে। সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়ে যায়। যদিও এ বছর আবহাওয়ার কারণে আমদানি নেই বললেই চলে। তবুও অনেকের আশা, এবারও শিকারিরা জঙ্গলমহল থেকে পিঁপড়ের পসরা নিয়ে হাজির হবেন।

কীভাবে করা হয় এই পিঁপড়ে শিকার? গভীর জঙ্গলে বিভিন্ন বড় গাছে থাকা এই পিঁপড়ে একাধিক পাতার মুখে লালা দিয়ে কুণ্ডলি আকারের বাসা তৈরি করে। বিশেষ পদ্ধতিতে বাসা ভেঙে পিঁপড়ে শিকার করা হয়।

অল্প স্বাদের এই পিঁপড়ে যেমন সর্ষে বাটা দিয়ে কাঁচা খাওয়া যায়, তেমনি হরেক রকম পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। এছাড়া সারাবছর শিলদা, বেলপাহাড়ি, রানিবাঁধ এলাকার হাটে এই বুনো পিঁপড়ে বিক্রি হয়। বর্ষাকালে এই পিঁপড়ের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। পাইকারি বাজারে দাম ওঠে ৭০০ টাকা পর্যন্ত। মৎস্যশিকারিরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য এই পিঁপড়ে কিনে নিয়ে যান।

মাংসপিঠে তৈরির প্রস্তুতি জঙ্গলমহলে

বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি : মকর পরব মানেই পিঠেপুলির উৎসব। সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন পিঠেপুলি হয়ে থাকে, নামও হরেক। আদিবাসী সম্প্রদায় এবং তথাকথিত কৌম গোষ্ঠীর মাংসপিঠে পরবের অপরিহার্য অঙ্গ। এদিকে, কোভিড সংক্রমণের মধ্যেই বৃহস্পতিবার থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে টুসু পরব।

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে আদিবাসী এবং কৌম গোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। তাদের মধ্যে মাংসপিঠে ভীষণ জনপ্রিয়। একটি পিঠে তৈরি করতে চারটি সেলাই করা শালপাতার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় প্রচুর কাঠের। এককেটি পিঠে তৈরি করতে কমপক্ষে ২০-২৫ মিনিট সময় লাগে। বৃহস্পতিবার রাইপুর, সারেঙ্গা, খাতড়া সহ বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখা গেল, আদিবাসী মহিলারা বস্তায় করে শালপাতা তুলে এনেছেন। সেই সঙ্গে এনেছেন নিমের কাঠি। যার যতগুলি প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ ততগুলি সেলাই করে দিচ্ছেন। প্রতি সেলাই পাতা বিক্রি হচ্ছে দু'টাকা করে।

খাতড়ায় বারিকুলের বারুডি গ্রামের গৃহবধূ মালতী কিসকু বললেন, 'করোনা আবহে বাজারে লোকজন কম এলেও মাংস পিঠে করতে কাঁচা সেলাই করা শালপাতার চাহিদা একই আছে। এদিন আমরা সবাই কমপক্ষে ৭০০ থেকে ১২০০ টাকা আয় করি।' একই কথা জানিয়েছেন মিঠাম গ্রামের অঞ্জলি বাস্কে।

এদিকে, টুসু পরব উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে এখন উৎসবের মেজাজ। ছোটনাগপুর অঞ্চল সংলগ্ন এই তিন জেলার মাহাতো, সান্তাড়, ভূমিজ, লোধা, শবর ইত্যাদি জনজাতির মানুষ টুসু উৎসবে শামিল হন। তিন জেলার হাটেবাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে টুসু প্রতিমা ও চৌডল। বিভিন্ন এলাকায় মোরগ লড়াই ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

কোভিডের মধ্যেই শুরু টুসু পরব

সময় বৃদ্ধি ফর্ম ফিল-আপের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : করোনা পরিস্থিতিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিল-আপের শেষ তারিখ বদল করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বৃহস্পতিবার সংসদের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিল-আপ করলে লেট ফাইন লাগবে না। আগে ৫ জানুয়ারি ছিল ফর্ম ফিল-আপের শেষ দিন। পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। তবে এই দিনগুলির মধ্যে দিলে পরীক্ষার্থীকে লেট ফাইন দিতে হবে।

অন্যদিকে, বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সিএসসি বোর্ডের অধীন স্কুলগুলিতে দ্বাদশ শ্রেণির প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়া ও প্রোজেক্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হল। নয়া নির্দেশিকায় এই সময়সীমা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হল। সিবিএসই বোর্ডের প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সিমেস্টার হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছরের পড়ুয়াদের টিকাকরণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। টিকাকরণ শেষ না করে পরীক্ষা নেওয়ার পথে এগোতে চাইছে না স্কুলগুলি। তাই ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত টিকাকরণের কাজ চলে, সেই কথা মাথায় রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা হল।

বেলা বাড়তেই উধাও বাস, দুর্ভোগ চরমে

বিপ্রর্ষি চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : করোনার ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। ফলে জনসমাগম কমতেই রাস্তা থেকে উধাও বাস। অফিস টাইমে কিছু বাস থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসের সংখ্যা কমতে থাকে। সমস্যা হয় নিত্যযাত্রীদের। সুযোগ বুঝে হুহু করে দাম বাড়তে থাকে অ্যাপ ক্যাবগুলির।

যেহেতু রাত ১০টা থেকে রাত্রিকালীন বিধিনিষেধ জারি, তাই অফিস থেকে ফেরার পথে যাত্রীরা সংকটে পড়েন। তবে যাত্রী দুর্ভোগ বাড়লেও এই সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন বাস মালিকরা।

শিবপুরের সঞ্জয় পাশিকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় তপসিয়ায়। তিনি বললেন, 'বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে। ফেরার সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তবে বাস পাওয়া যায়।'

সাঁতরাগাছির অবন্তিকা কর বলেন, 'সাড়ে ৮টার সময় যখন অফিস বেরোই তখন কিছু বাস থাকে। ফেরার সময় রাস্তা একদম ফাঁকা। আমার সাড়ে ৬টায় ছুটি হয়। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে বাড়ি ফিরতে ৯টা-সাড়ে ৯টা বেজে যায়।'

খড়দার শুভংকর ভট্টাচার্যকে কর্মসূত্রে ধর্মতলা আসতে হয়। তাঁর গলায় অবশ্য ভিন্ন সুর। তিনি বলেন, 'বাসের সংখ্যা কমেছে এমন নয়, তবে দুটো বাস আসার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেড়েছে। তার ফলে বাসে প্রচুর ভিড় হচ্ছে। অনেকের মুখেই মাস্ক নেই। ফলে স্বাস্থ্যবিধি লাটে উঠছে।'

এ ব্যাপারে সারা বাংলা বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে চলতি সপ্তাহে যাত্রীসংখ্যা ৩০ শতাংশ কমেছে। প্রায় ৮০ শতাংশ বেসরকারি বাসকর্মী বসে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকে করোনা সংক্রামিত। ফলে বাসের সংখ্যা কমেছে। এর মধ্যে সারাদিন বাস চালিয়ে যদি জ্বালানি খরচটুকু তোলা না যায়, তাহলে পরিষেবা চালু রাখা সম্ভব হবে না।'

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'প্রধানত বাসের চালক, খালাসি ও কনডাক্টররা ৪-৫ দিন টানা ডিউটি করেন। তারপর দু'দিনের জন্য বাড়ি যান। সংক্রমণের ভয়ে তাঁরা কেউ বাড়ি থেকে আসছেন না। ফলে গাড়ির সংখ্যা কমছে। লাভের টাকা না উঠলে কীভাবে বাস চালাব? সরকারের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা উচিত।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অকারণে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। বৃষ : শত্রু পরাভূত হবে আজ। প্রেমের সম্পর্কে সামান্য জটিলতা। ঈশ্বর বিশ্বাস বৃদ্ধি। মিথুন : পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসায় স্বস্তি। খাওয়া-দাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখুন। কর্কট : কোনও সমস্যার সমাধান হবে আজ। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে হঠাৎ, তবে অর্থাগমও হবে। সিংহ : অহেতুক আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কথাবার্তায় খুব সংযমী থাকুন। কন্যা : বাবার রোগমুক্তি। অন্যায় কোনও কাজের সঙ্গে ভুলক্রমে জড়িয়ে পড়তে পারেন। তুলা : নিজের মানসিক অস্থিরতা সমস্যাবাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রটি সামান্য সমস্যায়। অসুখ মুক্তিতে শান্তি। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আজ প্রশংসিত হবেন। ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। ধনু : ভাইয়ের সঙ্গে অযথা মতান্তর। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কোনও দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। মকর : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। অন্যের কথায় দাম্পত্যে সমস্যা। কুম্ভ : আইনি সমস্যা কাটায় স্বস্তি। সন্তানের জন্য আজ অর্থব্যয় হবে। বাবার সহায়তা লাভ। মীন : অংশীদারি ব্যবসায় মতান্তর ঘটলেও, পরে তা স্বাভাবিক হবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিয়ে সমস্যা। প্রেমে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার ২৯ পৌষ, ১৪২৮, ভাঃ ২৪ পৌষ, ১৪ জানুয়ারি, ২০২২, ২৯ পুহ, সংবৎ ১২ পৌষ সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৭। শুক্রবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৪৩। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।১৪। শুক্রযোগ দিবা ৩।২। ববকরণ দিবা ৯।৪০ গতে বালবকরণ রাত্রি ১০।৪৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ১০।৪৩ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৬ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২৭ গতে ১০।৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ১১।৪৬ গতে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ন ৯।৫৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। গোস্বামীমতে দধ্যোদনোৎসব। কূর্মদ্বাদশীব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ঃ দিবা ১১।৪৬ গতে সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। মকর সংক্রান্তি। পৌষপার্বণ। গোস্বামীমতে দধিসংক্রান্তিব্রত। মকরাদি স্নান। শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাবোপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর সংগমে স্নানদানাদি এবং কপিলমুনির আশ্রম দর্শনলাভ ও পুজো এবং গঙ্গাসাগর মেলা। ঘাটাল সদরঘাটে মকরস্নান এবং শ্রীশ্রীগঙ্গাপুজো ও মেলা। মাঘবিহু ভোগালি উৎসব (অসম)। শ্রীশ্রীবাস্তুপুজো। রাত্রি ৮।২৬ গতে আগামী মাঘীপূর্ণিমার অন্ত্যক্ষণ পর্যন্ত মুলা অভক্ষ্য। পোঙ্গল (তামিলনাড়ু)। তাইপোঙ্গল (কেরল)। শ্রীশ্রীটুসুপুজো (অসম)। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের সিদ্ধিলাভের উৎসব। সাহিত্যিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের আবির্ভাব দিবস ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির তিরোভাব দিবস। শ্রীশ্রী স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৬ মধ্যে।